দৈনিক সংবাদ

তারিখ JUL 23 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

আমার দেখা তাজউদ্দিন শীর্ষক আলোচনা

পাঠ্য পুস্তকে ৪ নেতার জীবনী অন্তর্ভুক্ত করার দাবি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'আমার দেখা তাজউদ্দিন' শীর্ষক আলোচনা সভায় পাঠ্যপুস্তকে জাতীয় চার নেতার জীবনী অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মরহুম তাজউদ্দিন আহমদের ৭৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এ আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন 'সংবাদ'-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বজলুর রহমান, অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জামান এবং ব্যারিস্টার আমীর- উল ইসলাম। সভা পরিচালনা করেন শংকর সাঁওজাল। আলোচনা সভা শুরুর আগে 'তাজউদ্দিন আহমদ জীবন ও কর্মসাধনা' শীর্ষক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বেগম জোহরা তাজউদ্দিন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মকে এ দেশের জন্মের সঠিক ইতিহাস জানাতে হবে। তিনি বলেন, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

'তাজউদ্দিন আহমদ ঃ কাছ থেকে দেখা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বজলুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে তাজউদ্দিন আহমদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর সবচেয়ে সফল ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকালীন ৯টি মাস। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দিনের যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা ছিল সবচেয়ে জরুরি। তারা ছিলেন একে অপরের পরিপূরক। কিছু কিছু মহল উভয়ের সম্পর্কে ফাটল ধরাতে সচেষ্ট ছিল। একপর্যায়ে তারা সফলও হয়। কিন্তু রাজনীতির টানাপোড়েনে তারা বিচ্ছিন্ন হলেও ঘাতকের নির্মম বুলেট তাদের এক করে দেয়। বাঙালির জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের রক্তস্রোতে উভয়ের রক্ত মিশে অভিন্ন ধারায় লীন হয়ে যায়।

অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জামান বলেন, এ দেশের জন্য তাজউদ্দিনের যে চিন্তা ছিল, তা ছিল বামঘেঁষা, যদিও তিনি বাম রাজনীতি করতেন না। তার চিন্তা সবসময় ছিল সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য। আওয়ামী লীগের কঠিন সময়ে তিনি দলকে এগিয়ে নিয়েছেন। ঘাতকরা সুচিন্তিতভাবে তাজউদ্দিনসহ ৪ জাতীয় নেতাকে হত্যা করেছে, কারণ ঘাতকরা বুঝতে পেরেছিল বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে কারা নেতৃত্ব দিতে পারে।

ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম বলেন, ঐতিহাসিক ফ্রেমে বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দিনকে দেখতে হবে। তিনি জনগণকে তার শিক্ষক বলে মনে করতেন। রাজনীতিবিদ হিসেবে তার ভূমিকা ছিল একদিকে শিক্ষক অন্যদিকে শিক্ষার্থীর। আমীর-উল ইসলাম বলেন, মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে 'বারো ভুঁইয়া' গজিয়ে উঠেছিল। সে বারো ভুঁইয়া আজো আছে। ঐ মহল তাজউদ্দিন আহমদের ব্যাপারে সে সময় নানা প্রশ্ন তুলেছিল। আসলে বঙ্গবন্ধু ১লা মার্চ থেকেই সরকার গঠন করেছিলেন। যে সরকার দেশ চালাচ্ছিলো, যার প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ছিল তাজউদ্দিন আহমদের। ফলে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তাজউদ্দিন আহমদ ও মুজিবনগর সরকারের ব্যাপারে যে প্রশ্ন তোলা হয়, তার কোন ভিত্তি নেই। তিনি পাঠ্যপুস্তকে তাজউদ্দিনসহ ৪ জাতীয় নেতার জীবনী অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান।